দৈনিক সংবাদ

JAN 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সুন্দরগঞ্জ ডি.ডব্লিউ ডিগ্রি কলেজ

অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ॥ তদন্তের দাবি

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ স্থানীয় সুন্দরগঞ্জ ডি. ডব্লিউ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি নূরুল আখতার এই দাবি তুলে ধরেন। তিনি তদন্তের দাবিও করেন।

সূত্রের অভিযোগে জানা যায়, সুন্দরগঞ্জ ডি. ডব্লিউ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ পদে লোক নিয়োগের জন্য গত ২-৯-৯৭ ইং তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। সেই বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ২৬-৫-৯৮ ইং তারিখে কলেজ গভর্নিং বডির সভায় নির্বাচনী বোর্ড গঠনপূর্বক ১২-৬-৯৮ইং তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এতে সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বজলুল হককে প্রথম স্থান অধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক প্রার্থী আবদুল হামিদীকে মাদ্রাসার চাকরির অভিজ্ঞতা থাকায় এবং প্রার্থী রেজাউল করিমকে অবসরপ্রাপ্ত ও ডিগ্রি পর্যায়ে কম্পার্টমেন্টাল থাকায় উভয়ই গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হলে প্রার্থী বজলুল হক এককভাবে নির্বাচিত হন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক ডিগ্রি পর্যায়ে ১২ বছর না হওয়ায় ৪-৭-৯৮ইং তারিখে গভর্নিং বডির সভায় তাকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সভায় পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধ্যক্ষ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ও ডিগ্রির প্রতিনিধির মাধ্যমে ৬-৮-৯৯ ইং তারিখে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত বজলুল হকসহ ৬ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারে আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরীকে প্রথম এবং বজলুল হককে দ্বিতীয় স্থান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই সিদ্ধান্ত ১০-৮-৯৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভায় অনুমোদন করা হয়। কিন্তু ২৯-৩-২০০০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির সভায় ওই সিলেকশনকৃত ব্যক্তি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরীকে অবসরপ্রাপ্ত ও স্বাস্থ্যগত কারণে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার স্থলে ১২-৬-৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার গ্রহণের এক্ক প্রার্থী বজলুল হককেই অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে ইতোপূর্বে ৪-৭-৯৮ইং তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, নিয়োগকৃত এই নতুন অধ্যক্ষ বজলুল হক ইতোপূর্বে একই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে নৈতিক ও আর্থিক স্খলনজনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তদুপরি তার নিয়োগ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই নিয়োগ অবৈধ এবং বাতিলযোগ্য। তাই এ ব্যাপারে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।